ভাইসরয়ের খুন

ইমরান রাইহান

ভাইসরয়ের খুন

ইমরান রাইহান

সঞ্চালন
প্রকাশনী

অর্পণ

রুবায়েত আসিরুল বারি এবং ওয়াফিলাইফের পুরো টিম,
যাঁরা আমাকে এত ভালোবাসেন।

সূচিপত্র

ভাইসরয়ের খুন / ৯

শের আলি / ২২

কেরালার অচেনা বীরেরা / ৫৯

সাদেকপুরের সাদেকিন—বালাকোটি কাফেলার বিস্মৃত ধারা / ৭৮

প্রাককথন / ৭৮
মাওলানা বিলায়াত আলি আজিমাবাদি / ৮২
মাওলানা এনায়েত আলি / ৯৯
মাওলানা এনায়েত আলির পর / ১০৪
মাওলানা আবদুল্লাহ আজিমাবাদি / ১০৫
মৃত্যু / ১১৩
মাওলানা আবদুল করিম / ১১৩
পরিশিষ্ট / ১১৪

ভাইসরয়ের খুন

লর্ড মেয়ো

১

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ সাল। সকাল ৭ টা। পোর্ট ব্লেয়ার, আন্দামান।

দূর থেকে আন্দামানের উপকূল চোখে পড়তেই প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন ভারতবর্ষের চতুর্থ ভাইসরয় লর্ড রিচার্ড সাউথওয়েল বারকে, সিক্সথ আর্ল অব মেয়ো। লর্ড মেয়ো নামে পরিচিত ভারতবর্ষের এই বড়লাট বেশ ভ্রমণপিপাসু মানুষ, নতুন স্থান দেখতে উদ্‌গ্রীব থাকেন সবসময়। ভোরের এই সময়টা খুব উপভোগ করছেন তিনি। এইচ এম ফ্রিগেট গ্লাসগোর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। শরীরে পরশ বুলাচ্ছে সমুদ্রের নোনা বাতাস। নীলাভ জল কেটে ধীরেসুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজ। পেছনে অনুসরণ করছে আরও তিনটি জাহাজ, এইচ এইচ ঢাক্কা, নেমেসিস ও স্কটিয়া। প্রথম তিনটি জাহাজে অবস্থান করছেন বড় লাটের পরিবারের সদস্য, নিরাপত্তারক্ষী ও প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা। স্কটিয়া জাহাজটি ডাকবিভাগের। কলকাতা থেকে চিঠিপত্র আনা হয়েছে তাতে।

লর্ড মেয়ো দেখলেন নীল জলের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে আন্দামানের সৈকত, ক্রমেই কমছে দূরত্ব, মনে হচ্ছে সৈকত এগিয়ে আসছে সামনের দিকে। একপাশে দেখা গেল নারিকেল গাছের সারি, একটু বেঁকে-ঝুঁকে আছে সমুদ্রের দিকে। সৈকতে ঢেউ আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে প্রবলভাবে, অভিজ্ঞতা থেকে লর্ড জানেন এখন জোয়ারের সময়।

সকাল আটটায় পোর্ট ব্লেয়ারের সামনে থেমে গেল বড় লাটের জাহাজ। উপকূল থেকে একটু দূরে রস আইল্যান্ডের সামনে নোঙর করল বড়লাটকে বহন করা জাহাজ। উপকূলে সমুদ্রের গভীরতা কম, সেদিকে জাহাজ ভেড়ানো নিরাপদ নয়। আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছে জাহাজে অবস্থান করবেন বড় লাট, প্রতিদিন সকালে ছোট একটি ফেরিতে করে আসা যাওয়া করবেন পোর্ট ব্লেয়ারে।

হেঁটে জাহাজের সামনের দিকে চলে এলেন লর্ড মেয়ো। এখান থেকে উপকূল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন ইউরোপিয়ানকে দেখা গেল সমুদ্রে গোসল করতে, তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন বড়লাট, যদিও জানেন না এতদূর থেকে তার হাতনাড়া দেখা গেছে কি না। যাত্রা শুরুর আগে আন্দামান নিয়ে কিছু পড়াশোনা করেছিলেন লর্ড মেয়ো। প্রাপ্ত তথ্যমতে, ছোট-বড় প্রায় ৫৭২টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। এর মধ্যে মাত্র ২০টি দ্বীপে জনবসতি আছে। দ্বিতীয় খ্রিষ্টাব্দে টলেমির আঁকা মানচিত্রে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উল্লেখ ছিল। তিনি একে অভিহিত করেছেন অংগমান বলে[১]। সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পর্যটক ইত সিং তার দিনলিপিতে এই দ্বীপের কথা উল্লেখ করেন। নবম শতাব্দীর আরব পর্যটক আবু যায়দ হাসান ও সুলাইমান তাজিরের লেখাতেও মিলেছে আন্দামানের বিবরণ। তাদের বিবরণ থেকে জানা যায়, এখানকার অধিবাসীরা উলঙ্গ থাকত এবং নরমাংস খেত। তারা তির ধনুক ও আগুনের ব্যবহার জানে, কিন্তু নৌকা বানাতে পারে না[২]।

১৪৪০ সালে আন্দামান সফর করেন ইতালিয় পর্যটক নিকোলো দে কন্টি। তিনি লেখেন, এই দ্বীপের বাসিন্দারা নরখাদক। বাইরে থেকে কেউ এসে এখানে অবস্থান করারই সুযোগ পায় না[৩]। আন্দামান দখলের ইউরোপিয়ান প্রচেষ্টা শুরু হয় ডেনমার্কের হাত ধরে। ১৭৫৫ সালে ১২ই ডিসেম্বর ডেনমার্কের বাণিজ্যিক সংস্থা এশিয়াটিক কোম্পানির লোকজন নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়। জঙ্গল সাফ করে সেখানে বসতি গড়ে চাষবাসের চেষ্টা চালায় তারা। দুবছর পর পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজের

---

[১] অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ডিসক্রাইবড বাই টলেমি, ২৩৬-২৩৮।

[২] আজাইবুদ দুনিয়া ও কিয়াসুল বুলদান, ৩৪।

[৩] ইন্ডিয়া ইন দ্যা ফিফটিনথ সেঞ্চুরি, ৮।

পতন হলে বাংলার দখল আসে ইংরেজদের হাতে। নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করার দিকেও আগ্রহ ছিল তাদের। ১৭৮৮ সালে লেফটেন্যান্ট কোলব্রুক ও লেফটেন্যান্ট আর্চিবল্ড ব্লেয়ার নামে দুজন ইংরেজ কর্মকর্তাকে পাঠানো হয় সার্ভে করতে। তারা এসে দেখেন, বেশিরভাগ এলাকা ডেনমার্কের অধীনে। তখনও বেশিরভাগ এলাকা ছিল বসবাসের অযোগ্য। হিংস্র প্রাণীদের সাথে যুক্ত হয়েছিল ম্যালেরিয়া ও জীবনঘাতি জ্বরের মতো রোগবালাই। বিশুদ্ধ জলের অভাব ছিল সর্বত্র। বেশিরভাগ সময় আবহাওয়াও থাকত প্রতিকূল। সার্বিক বিচারে এলাকাটি দখলের অনুপযুক্ত বলে রায় দেন তারা, তবে দ্বীপ ত্যাগ করার আগে নিজের নামের স্মারক দেখে যান আর্চিবল্ড ব্লেয়ার। উপকূলকে নামকরণ করেন পোর্ট ব্লেয়ার নামে।

১৮৫১ সাল পর্যন্ত পুরো এলাকাটি ডেনমার্কের দখলে থাকে। কিন্তু দ্বীপ থেকে আশানুরূপ ব্যবসা করতে না পেরে হতাশ হয়ে তারা এর মালিকানা ছেড়ে দেয় ইংরেজদের হাতে। ইংরেজরা অবশ্য ভুল করেনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় আন্দামানকে ব্যবহার করা হবে কারাগার হিসেবে। দাগি আসামি বা বিদ্রোহীদের সাধারণ কারাগারে না রেখে নির্বাসিত করা হবে আন্দামানে। ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসের ১০ তারিখে দুইশ বন্দি নিয়ে আন্দামানে পৌঁছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাষ্পীয় জাহাজ ‘সেমিরামিস’। ওয়াকার নামে এক ইংরেজ কর্মকর্তা ছিলেন বন্দিদের দেখভালের দায়িত্বে।

বন্দিদের কাজে লাগিয়ে পরিষ্কার করা হলো জঙ্গল, বানানো হলো বেশকিছু রাস্তাঘাট, শুরু হলো গম চাষ। বেশকিছু ইঁদারা খনন করা হলো পানির অভাব মেটাতে, নির্মাণ করা হলো বেশকিছু বাংলো। সে বছর আরও কিছু জাহাজে করে বিভিন্ন স্থান থেকে বন্দি আনা হলো আন্দামানে। এটা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বছর পরের ঘটনা। স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও ভারতবর্ষজুড়ে তখনও জ্বলছে ক্ষোভের মিটিমিটি আগুন। প্রতিনিয়ত নানা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হচ্ছে বিদ্রোহীদের। সাধারণদের হত্যা করা হলেও, বিশেষ বিবেচনায় নেতৃস্থানীয় অনেককে দেওয়া হচ্ছে কারাদণ্ড। বিদ্রোহী নেতাদের সাধারণ বন্দিদের সাথে রাখতে চায়নি ব্রিটিশ সরকার। সম্ভাবনা ছিল অন্য বন্দিদের মনেও তারা জাগিয়ে দেবে ইংরেজ বিরোধিতার আগুন। ফলে সিদ্ধান্ত হয় এধরনের বন্দিদের আন্দামান পাঠানো হবে।

১৮৫৮ সালে আন্দামানে মোট ৭৭৩ জন বন্দি পাঠানো হয়। বছর শেষে দেখা যায়, এদের মধ্যে টিকে আছে মাত্র ৪৮১ জন। বাকিরা মারা গেছে নানাভাবে[৪]।

তখনও আন্দামানে কোনো কারাগার স্থাপন করা হয়নি। বন্দিদের রাখা হত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, খোলা আকাশের নিচে। দিনের বেলা তারা মুক্ত থাকলেও রাতে ৬ জনকে একসাথে শিকল বেঁধে রাখা হত। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতেও একা যাওয়ার সুযোগ ছিল না, সাথে যেতে হত বাকি পাঁচজনকেও। তবে গত কয়েক বছরে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, নির্মাণ করা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনি। এতে করে রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাচ্ছে বন্দিরা।

লর্ড মেয়ো জানেন বর্তমানে আন্দামানের বাসিন্দাদের সংখ্যা ৮ হাজার। এর মধ্যে সাত হাজার বন্দি। বাকি এক হাজার পুলিশ ও তাদের পরিবার। বন্দিদের কয়েকটি দ্বীপে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। ইতিমধ্যে লর্ডকে জানানো হয়েছে, তার আগমন উপলক্ষ্যে সর্বত্র কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কথাটা শুনে মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন লর্ড। ভ্রমণপিপাসু মানুষ তিনি[৫], সবসময় চান নিজের মতো একাকী ঘুরে বেড়াতে। নিরাপত্তা বেষ্টনীকে নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতায় আঘাত বলেই মনে করেন। তিন বছর আগে বড়লাটের পদে বসার পর থেকেই জীবনের স্বাভাবিকতা হারিয়ে গেছে। যেখানেই যান তার নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত থাকে কয়েকশো মানুষ, অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, বর্তমানে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের সবচেয়ে উঁচু পদটির অধিকারী তিনি।

কয়েকটা সামুদ্রিক পাখি উড়ে গেল জাহাজের পাশ দিয়ে। একপাশে পানির ঝাপটার শব্দ শুনে তাকালেন লর্ড মেয়ো। দেখলেন, পানি থেকে লাফিয়ে

---

[৪] জাহাজে অবস্থানকালে বা দ্বীপে পৌঁছে মারা যায় ৬৪ জন। পালাতে গিয়ে মারা যায় ১৪০ জন। ফাঁসি দেওয়া হয় ৮৭ জনকে। আত্মহত্যা করে ১ জন। বিস্তারিত জানতে দেখুন, গৌরিশঙ্কর পাণ্ডে রচিত ভাইপার আইল্যান্ড।

[৫] লর্ড মেয়ো দায়িত্বপ্রাপ্তির প্রথম বছর ঘোড়া, ইস্টিমার ও ট্রেনে মোট ৫৬৬৬ কিলোমিটার সফর করেন। তিন বছরের দায়িত্ব পালনকালে তিনি মোট ২১৭৬৩ কিলোমিটার সফর করেন, যার বেশিরভাগই হয়েছিল ঘোড়ায় চড়ে। ভাইসরয়দের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি সফর করেছিলেন। কিছু বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি ঘোড়ায় চড়ে একটানা আশি মাইল সফর করতে পারতেন। দেখুন, ক্যাসেলস ইলাস্ট্রেড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ড, ৩৮০।

উঠছে বেশকিছু ডলফিন। দৃশ্যটি দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। মনে মনে ভাবলেন, আন্দামান সফর বৃথা যায়নি। মনে মনে আরও একবার সফরের প্রেক্ষাপট স্মরণ করলেন তিনি। এক বছর আগে ১৮৭১ সালে ঘনিষ্ঠবন্ধু মেজর জেনারেল ডোনাল্ড স্টুয়ার্টকে পাঠিয়েছিলেন আন্দামানের জেলার হিসেবে। সেসময় তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কারা ব্যবস্থাপনায় কিছু সংস্কার করতে এবং আন্দামান কারাগারকে নতুন করে সাজাতে।

জেনারেল স্টুয়ার্ট দায়িত্ব পেয়েই শুরু করলেন বন্দিদের ওপর নির্মম নির্যাতন। অযথাই হত্যা করলেন যাকে খুশি তাকে। তীব্র আতংক নেমে এলো চারদিকে। ৬ মাস পর স্টুয়ার্ট চিঠি লিখলেন লর্ড মেয়োকে, আপনি এসে দেখে যান, আমি কী কী করেছি। এখানকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণই বদলে ফেলেছি[৬]। স্টুয়ার্টের আবদার রক্ষা করতেই লর্ড মেয়োর আগমন।

২

বিশ মিনিট পর এইচ এম ফ্রিগেট গ্লাসগোয় এসে ভিড়ল ছোট একটি ফেরি, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে ফেরি থেকে জাহাজে উঠলেন জেনারেল স্টুয়ার্ট। পুরোনো বন্ধুকে দেখে এগিয়ে এলেন লর্ড মেয়ো, দুহাতে জড়িয়ে নিলেন বুকে। বন্ধুকে নিজের বিলাসবহুল কেবিনে নিয়ে এলেন লর্ড মেয়ো, একজন পরিচারককে নির্দেশ দিলেন নাস্তা পরিবেশন করতে।

সংক্ষিপ্ত কুশল বিনিময়ের পর স্টুয়ার্টকে দ্বীপের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন লর্ড মেয়ো।

'বন্দিদের দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখছি আমরা। ইতিমধ্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকবে। কেউ যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অস্ত্রধারী সিপাহিরা মহামান্য বড়লাটের নিরাপত্তা দেবে। তারা সামনে পেছনে ও পাশে অবস্থান করবে। যেসব দ্বীপে দুর্ধর্ষ অপরাধীরা অবস্থান করছে, সেখানে আপনার নিরাপত্তায় পুলিশের পাশাপাশি সেনাবাহিনীও মোতায়েন করা হবে[৭]। এককথায় আপনার

---

[৬] এ লাইফ অব দ্য আর্ল অব মেয়ো, ২/৩৫৪।

[৭] তেহরিকে আজাদি আওর মুসলমান, ৫৩ ও ৫৪।

নিরাপত্তার কোনো ত্রুটি রাখিনি আমরা' বললেন, জেনারেল স্টুয়ার্ট।

লর্ড মেয়ো মুচকি হেসে পুরোনো বন্ধুর দিকে তাকালেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, These things, when done at all , are done in a moment, and no number of guards would stop a resolute man's blow. (এই বিষয়গুলো যখন ঘটে এক মুহূর্তে ঘটে যায়, একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির আঘাতকে বাধাদানকারীদের কোনো সংখ্যাই দমাতে পারে না[৮]।)

বন্ধুর কথা শুনে চমকে গেলেন জেনারেল স্টুয়ার্ট। ভেবে দেখলেন, ভুল কিছু বলেননি মেয়ো। দ্রুত কথার প্রসঙ্গ ঘোরালেন তিনি। আলোচনা ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে।

'আপনার জন্য কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি আপনার ইচ্ছা হলে গরুর গাড়িতেও চড়তে পারবেন', বললেন স্টুয়ার্ট।

'গরুর গাড়ির কথা আসছে কেন? আমি তো এমন কিছুর ব্যবস্থা করতে বলিনি।' বললেন, লর্ড মেয়ো।

'আমি জানি গরুর গাড়ি আপনার বেশ পছন্দ। আপনি যখন মহারাষ্ট্র সফরে যান তখন আপনার সাথে ছিল রিভেট কর্নাক। সে আমার বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তার মুখে আপনার গল্প শুনেছি।'

'কী সেই গল্প' কৌতূহলী হয়ে উঠেন লর্ড মেয়ো।

'একবার শীতের রাতে আপনি ক্যাম্পের সবাইকে অবাক করে গরুর গাড়ি নিয়ে একদিকে চলে যান। ফিরে আসেন পরদিন সকালে[৯]। তখন সবাইকে বলেন, গরুর গাড়ি বেশ চমৎকার একটি বাহন।'

'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে। দুবছর আগের কথা এটি।'

'এখানে আসার আগে তো রেঙ্গুন গিয়েছিলেন। কী অবস্থা সেখানে?' জিজ্ঞেস করেন স্টুয়ার্ট। ভ্রমণপ্রেমী বন্ধুর কাছ থেকে স্মৃতিচারণ শুনতে চান তিনি।

'রেঙ্গুন পৌঁছি ত্রিশ জানুয়ারি। পরদিন সেখানকার কারাগার পরিদর্শন করি।

---

[৮] ক্যাসেলস ইলাস্ট্রেড হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, ২য় খণ্ড, ৪১২।

[৯] মেনি মেমোরিজ ইন লাইফ অব ইন্ডিয়া, ২০২।

বাহাদুর শাহ জাফরকে যেখানে বন্দি রাখা হয়েছিল, সেই জায়গা দেখি। তার বিধবা স্ত্রী জিনাত মহলের সাথেও দেখা হয়। মহিলা কিছু অর্থ সাহায্য চেয়েছিল, বিবেচনা করে কিছু অর্থ দিই। সন্ধ্যায় রোমান ক্যাথলিক স্কুলে একটি অনুষ্ঠান ছিল। লেডি মেয়ো সেখানে উপস্থিত হন এবং ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরদিন আশপাশ ঘুরে দেখি। সেখানকার প্রকৃতি বেশ সুন্দর; কিন্তু বনজঙ্গল হিংস্র প্রাণীতে পরিপূর্ণ। আমার ইচ্ছা ছিল শিকার করব, কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থা না-থাকায় তা করা হয়নি। রেঙ্গুন থেকে আমরা যাই মৌলমিন শহরে, সেখান থেকেই আন্দামানের দিকে যাত্রা।' বললেন, লর্ড মেয়ো[১০]।

সামনে নাস্তা পরিবেশন করা হলে দুজনে নাস্তা সারেন। সিদ্ধান্ত হলো সকাল দশটায় ফেরিতে করে লর্ড মেয়োকে মূল ভূখণ্ডে নেওয়া হবে। সেখানে তাকে স্বাগত জানাবে ব্রিটিশ বাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থান ভ্রমণ করবেন এবং কাজকর্ম তদারকি করবেন। রাতে ফিরে আসবেন জাহাজে।

ছোট ফেরিতে করে রস আইল্যান্ডে পৌঁছলেন লর্ড মেয়ো। তার সাথে আছেন লেডি মেয়ো ও ব্যক্তিগত সচিব। পেছনে ছোট একটি ক্যানুতে আরও কয়েকজন ইংরেজ কর্মকর্তা। একুশবার তোপধ্বনি করে স্বাগত জানানো হলো লর্ড মেয়োকে। মুচকি হেসে সম্ভাষণের জবাব দিলেন তিনি। নির্দিষ্টসংখ্যক কয়েদিকে উপস্থাপন করা হলো বড়লাটের সামনে, বাধ্য করা হলো মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান করতে। ওদের কারও কারও চোখে ক্রোধের আগুন দেখলেন বড়লাট, অনুভব করলেন তাকে মন থেকে ঘৃণা করছে লোকগুলো। 'এটাই ওদের নিয়তি, আমাদের ঘৃণা করবে; কিন্তু আমাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে ওদের জীবনমরণ।' মনে মনে ভাবলেন লর্ড মেয়ো।

মধ্যবয়স্ক একজন কয়েদি প্রশংসাপত্র পাঠ করল লর্ডের উদ্দেশ্যে, লোকটার বাড়ি মধ্যপ্রদেশ, তাকে লোভ দেখানো হয়েছে মানপত্র পাঠ করলে সাজা কমানো হবে। অবশ্য এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সব কয়েদিকেই। স্টুয়ার্ট

---

[১০] এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত ডেইলি পায়োনিয়ার পত্রিকা ১৮৭২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেয়োর রেঙ্গুন সফরের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে।

ঘোষণা করেছেন লর্ডের সফরকালে যারা ভালো আচরণ করব, তাদের শাস্তি কমানো হবে, এমনকি দাগি আসামি না হলে মুক্তিও দেওয়া হবে। মূলত তিনি চাচ্ছিলেন সম্ভাব্য সকল প্রক্রিয়ায় ঝামেলা এড়াতে[১১]। তবে অভিজ্ঞ আসামিরা জানেন ইংরেজ জাতি প্রতিশ্রুতি খুব কমই রক্ষা করে। গত বিশ বছরে নানা ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী ছাড়া, অধিকাংশই পেছনে ফেলে এসেছেন সংগ্রামী জীবন। তারা দেখেছেন, ইংরেজরা কী করে পেছন থেকে ছুরি মেরে কাপুরুষের মতো বিজয় ছিনিয়ে নেয়। ফলে নিজেদের মধ্যে আলাপকালে তারা একে অপরকে সতর্ক করলেন ইংরেজদের কথা বিশ্বাস না করতে।

৩৪ বছর বয়সী মাওলানা জাফর থানেশ্বরীও উপস্থিত হয়েছেন লর্ড মেয়োর সামনে। একরাশ বিতৃষ্ণা নিয়ে দেখছেন তিনি লর্ডকে। মনেপ্রাণে বিপ্লবী জাফর থানেশ্বরী, যৌবনের শুরুতেই যোগ দিয়েছেন সাইয়েদ আহমদ শহিদের বিপ্লবী কাফেলায়। আমবালার কাছে থানেশ্বর গ্রামে ছিল তার বিশাল জমিদারি, তবে ইংরেজদের নজরে পড়েছেন বুঝতে পেরে জমিদারি ছেড়ে বেছে নেন ফেরারি জীবন। ঘুরে বেড়ান উত্তর প্রদেশ থেকে আফগানিস্তান। সন্দেহের জের ধরে ইংরেজরা জাফর থানেশ্বরীর গৃহ তল্লাশি করে। সেখানে পাওয়া যায় কয়েক হাজার স্বর্ণমুদ্রা এবং মুজাহিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠি, যা থেকে বোঝা যাচ্ছিল এই অর্থ জমানো হয়েছে মুজাহিদদের দেওয়ার জন্য। জাফর থানেশ্বরীর নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ইংরেজ প্রশাসন। জাফর থানেশ্বরী পালিয়ে যান দিল্লি, সেখান থেকে রওনা হন আলিগড়ের উদ্দেশ্যে। আলিগড়ে বেশ কয়েকজন সঙ্গীসহ গ্রেফতার করা হয় তাকে। একদিন পর পাঠানো হয় আমবালায়। শুরু হয় আদালতে শুনানি। এই মামলা পরে প্রসিদ্ধি পায় 'আমবালা ষড়যন্ত্র' মামলা নামে। ১৮৬৪ সালের ২রা মে আদালত রায় দেয়, জাফর থানশ্বরীর সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে। একইসাথে তাকে দেওয়া হবে মৃত্যুদণ্ড। জাফর থানেশ্বরী এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তাকে পাঠানো হয় আন্দামান। তিনি আন্দামান পৌঁছে দেখেন, মুজাহিদ বাহিনীর আরও অনেকে আগ থেকেই সেখানে অবস্থান করছেন[১২]।

---

[১১] সারগুজাশতে মুজাহিদিন, ৪৪৭।

[১২] জাফর থানেশ্বরী নিজের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ তাওয়ারিখে আজিবে এবিষয়ে অনেক

লর্ড মেয়োর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকিয়ে অতীতের নানা ঘটনা মনে পড়ে গেল জাফর থানেশ্বরীর। জাফর থানেশ্বরীর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আশি বছরের বৃদ্ধ আমির খান। ছিলেন পাটনার শীর্ষ ব্যবসায়ীদের একজন। তার ব্যবসা ছড়িয়ে ছিল কলকাতা, বিহার ও জৌনপুরসহ একাধিক শহরে। মনেপ্রাণে ছিলেন স্বাধীনতার সমর্থক। সরাসরি যুদ্ধে অংশ নিতে না-পারলেও অর্থ পাঠিয়ে সাহায্য করতেন সাইয়েদ আহমদ শহিদের জিহাদি কাফেলায়। ১৮৬৯ সালে ৭৭ বছর বয়স্ক আমির খানকে গ্রেফতার করে ইংরেজরা। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওহাবিদের আর্থিক সাহায্য করছেন তিনি। দুই বছর বিচার শেষে ১৮৭১ সালে আন্দামানে নির্বাসিত করা হয় তাকে। আমির খান আপিল করলে তার পক্ষে মামলা লড়তে নামেন ব্যারিস্টার মি অ্যানেস্টি। তিনি ছিলেন মুম্বাই কোর্টের আইনজীবি। অ্যানেস্টি আদালতে জোরদার বক্তব্য রাখেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন ইংরেজদের অত্যাচারের কারণেই আমির খান ওহাবিদের সাহায্য করতে বাধ্য হয়েছেন। আমির খানের বয়স ও সম্মান বিবেচনায় তিনি আদালতকে অনুরোধ করেন তাকে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিতে এবং দ্বীপান্তর না করতে[১৩]। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জন পেন্টন নরম্যান দুপক্ষের শুনানি শুনে শাস্তি বহাল রাখলেন। ৭৯ বছরের বৃদ্ধ আমির খানকে পাঠানো হলো আন্দামানে[১৪]। পুরো ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে জিহাদি কাফেলার নেতৃবৃন্দ। গোপন বৈঠকে ঘোষণা করা হয় বিচারপতির মৃত্যুদণ্ড।

১৮৭১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর টাউন হলের সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় অতর্কিত হামলার শিকার হন বিচারপতি নরম্যান। আবদুল্লাহ নামে এক ব্যক্তি উপর্যুপরি ছুরির আঘাতে হত্যা করে তাকে। আহত নরম্যানের শরীর লুটিয়ে পড়ে সিঁড়িতে, তাকে উদ্ধার করে দ্রুত পাঠানো হয় হাসপাতালে। আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংরেজরা তার উপর এতটাই

কিছু লিখেছেন। আমবালা ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ জানতে দেখুন, তেহরিকে আজাদি আওর মুসলমান, ৪৬-৪৯।

[১৩] অ্যানেস্টির এই আলোচনা পরবর্তীকালে পুস্তক আকারে বিলি করা হয় মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে। বিপ্লবী বিপিনচন্দ্র পাল তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, যৌবনে এই পুস্তক পড়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য অনুপ্রাণিত হন।

[১৪] আমির খান মুক্তি পান সাতাশি বছর বয়সে। দেখুন, শের-ই-শহিদ দ্বীপ, ১৬।

ক্ষিপ্ত ছিল যে, তার লাশ কবর দিতে না দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়[১৫]। এই সংবাদে মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় তীব্র ক্ষোভ। আন্দামানে বসে আমির খানও জানতে পারেন আবদুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ, কিন্তু নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া ছাড়া কিছু করার ছিল না তার।

কয়েদিদের সাথে সামান্য কুশল বিনিময় করেন লর্ড মেয়ো, এরপর পূর্ব পরিকল্পনামতে তিনি রওনা হন চন্দন কাঠের কারখানা দেখতে। আন্দামানের বেশকিছু অঞ্চলে লাল চন্দন পাওয়া যাচ্ছে। এই কাঠ দেখতে রক্তের মতো লাল, এর সুগন্ধিও অপূর্ব। মূল্যবান এই কাঠ বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয়ের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। লর্ড মেয়ো বাণিজ্যিকভাবে চন্দন কাঠের চাষ করার কথা ভাবছেন। কারখানায় পৌঁছে অবাক হন লর্ড মেয়ো। লাল চন্দন তার ধারণার চেয়েও বেশি সুন্দর। বেশ কয়েকটি কাঠ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেন লর্ড মেয়ো[১৬]।

কারখানা পরিদর্শন শেষে লর্ড মেয়ো উপস্থিত হলেন কমিশনার অফিসে। লাল ইট বিছানো পথ চলে গেছে অফিসের দিকে, কাঠের মজবুত বাংলোর ভেতর কমিশনার অফিস। পাশেই হাসপাতাল। দুটি স্থাপনাই ঘুরে দেখলেন লর্ড মেয়ো। হাসপাতালে রোগীদের জন্য দুধরনের ব্যবস্থা দেখা গেল। একপাশে ইউরোপিয়ানদের জন্য উন্নত ব্যবস্থা, অন্যদিকে বন্দিদের জন্য নিম্নমানের ব্যবস্থা। লর্ড মেয়োর কাছে পুরো ব্যাপারটিই স্বাভাবিক ঠেকল, কারণ তার নির্দেশেই কমিশনার এমন ব্যবস্থা রেখেছে। বন্দিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তারা নিজ থেকে মরে গেলেই বরং ভালো। পরিদর্শনের পুরো সময়টা লর্ড মেয়োর সাথে থাকল একাধিক দেহরক্ষী। প্রহরীদের আধিক্য দেখে এক দুবার লর্ড মেয়ো বিরক্তি প্রকাশ করলেন[১৭]।

রস আইল্যান্ড ঘুরে লর্ড মেয়ো আবার জাহাজে ফিরে এলেন। জাহাজে উঠার আগে কমিশনারের দিকে ফিরে মন্তব্য করলেন, আপনি প্রতিটি কাজ আমার ধারণার চেয়েও সুচারুভাবে করেছেন[১৮]। জবাবে মুচকি হাসলেন কমিশনার।

---

[১৫] মুক্তির সন্ধানে ভারত, ১১৯।

[১৬] সারগুজাশতে মুজাহিদিন, ৪৪৯।

[১৭] তাওয়ারিখে আজিব, ১৬৮।

[১৮] এ লাইফ অব দ্য আর্ল অব মেয়ো, ২/৩৫৭।